বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের অভিযানে সাত জুয়াড়ী আটক

গাংনীতে অভিযান চালিয়ে ৭ জুয়াড়ীকে আটক করেছে বামন্দী পুলিশ ফাড়ির সদস্যরা।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের সদস্যরা গাংনী উপজেলার নওদা-মটমুড়া গ্রামে জুয়ার আসরে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করেন। এসময় তাদের কাছ থেকে নগদ ১২ হাজার ৩৬০ টাকা ও জুয়া খেলার তাস উদ্ধার করা হয়েছে।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই ইসরাফিল জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গাংনী উপজেলার মুটমুড়া ইউনিয়নের নওদা মটমুড়া গ্রামের একটি রাইসমিলের মধ্যে জুয়া খেলা হচ্ছে। সঙ্গীয় পুলিশ সদস্যদের নিয়ে অভিযান চালিয়ে জুয়া খেলার সময় ৭ জনকে আটক করা হয়েছে।

আটক কৃতরা হলো, গাংনী উপজেলার হেমায়েতপুর গ্রামের মুনছুর আলীর ছেলে মুনতাজ আলী, কালি গাংনীর আবুল কাশেমের ছেলে মানিক হোসেন, রামনগর গ্রামের আজমত আলীর ছেলে হাফিজুর রহমান, গাংনী বাজার পাড়ার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে বাদশা, রামনগর গ্রামের খেজমত আলীর ছেলে আশাদুল হক, চরগোয়াল গ্রামের সামছদ্দিন মন্ডলের ছেলে ইনজাল হোসেন ও সদর উপজেলার মদনা গ্রামের আবুল হোসেনের ছেলে জাফর আলী। আটক কৃতদের বিরুদ্ধে মামলা শেষে আদালতে প্রেরন করা হবে।

বামন্দীতে আম বাগান থেকে ফেরার আগেই মোটরসাইকেল নিয়ে চম্পট

আম বাগান দেখে ফিরে এসেই আর মোটরসাইকেলটি খুজে পেলেন না মালিক আরিফ হোসেন। সে ফিরে আসার আগেই মোটরসাইকেলটি নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোর।

আজ বুধবার (২৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলার বামন্দী- দেবীপুর সড়কের সাঈদ নাসার্রির কাছে এ চুরির ঘটনা ঘটে।

আরিফ হোসেন জানান, আমি সাঈদ নাসার্রির কাছে আমার এ্যাপাচি আরটিআর মোটরসাইকেলটি যার নং মেহেরপুর ল-১১৫২৩৮।

রেখে নার্সারির পাশেই আম বাগান দেখতে গেছি। সেখানে খুব বেশী সময় সেখানে থাকিনি। ফিরে এসে মোটরসাইকেলটি আর পাইনি। তার আগেই চোর নিয়ে পালিয়ে গেছে। ভুক্তভোগী আরিফ হোসেন বামন্দী ক্যাম্পপাড়া এলাকার সাবেক সেনা সদস্য আলিহীমের ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। এব্যাপারে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।

গাংনীর বামন্দী সড়কে রাস্তায় গাছ ফেলে গণডাকাতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের অদূরে বামন্দী- তেঁতুলবাড়িয়া সড়কে গাছ ফেলে আবারও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে।

গতকাল শনিবার রাত সাড়ে এগারোটা থেকে রাত আড়ইটা পর্যন্ত ডাকাতরা পথচারীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা লুট করে নির্বিঘ্নে স্থান ত্যাগ করে। পরে পুলিশের একটি টীম ডাকাতের কবলে পড়া পথচারীদেরকে উদ্ধার করে।

দেবীপুরের জাহিদ হাসান জানান, তিনি তার ক্লিনিকে দাপ্তরীক কাজ শেষে নিজ গ্রাম দেবীপুর যাচ্ছিলেন। এসময় তিনি ডাকাতদের কবলে পড়েন। ডাকাতরা রাস্তায় গাছ ফেলে পথরোধ করে অন্ততঃ ২০ জনকে অস্ত্রের মুখে জিম্মী করে টাকা পয়সা ও মোবাইল ফোন কেড়ে নেয়। ডাকাত দলটি একটি ট্রাক থামিয়ে পথচারীদেরকে ট্রাকে উঠতে বলে। তিন ঘন্টা ব্যাপী সড়কে অবস্থান নিয়ে ডাকাতরা অন্ততঃ দেড়লাখ টাকা লুট করে নেয়। পরে ডাকাতরা লুট করা মোবাইল ফোনগুলো ফেলে স্থান

ত্যাগ করে। টের পেয়ে বামন্দী ক্যাম্প পুলিশের একটি টীম ঘটনাস্থলে গিয়ে পথচারীদেরকে উদ্ধার করে বাড়ি পাঠায়। একই কথা জানালেন ডাকাতের কবলে আসিক আহমেদ।

উল্লেখ্য, চার মাস আগেও একই স্থানে পথচারীদেরকে জিম্মী করে নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুট করে ডাকাত দল। পুলিশের টহল জোরদার না করায় ডাকাতির ঘটনা ঘটছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, ডাকাতির ঘটনা তিনি শুনেছেন এবং ঘটনাস্থল পরিদর্শ করেন।ডাকাতদের সনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও জানান ওসি।

বামন্দীতে ইস্টর্ন ব্যাংক লিমিটেডের এজেন্ট ব্যাংকের শাখা উদ্বোধন

দেশে রসর্বাধুনিক ও সহজ ব্যাংকিং সেবা নিয়ে ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড এখন বামুন্দী বাজারে ।

আজ বুধবার বিকেলে গাংনী উপজেলার বামুন্দী বাজারের ফজলুল হক টাওয়ারে ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের এজেন্ট ব্যাংক শাখার উদ্বোধন করা হয়েছে। দেশের প্রথম সারির ব্যাংক ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড (ইবিএল) তাদের সহজ ব্যাংকিং সেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌছিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

তারই ধারা বাহিকতায় ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড তাদের এজেন্ট আউটলেট উদ্বোদন করেছে মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার বামুন্দী ইউনিয়নে।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃওবাইদুর রহমান কমল, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বামুন্দি বাজার কমিটির সভাপতি ও সাবেক বামুন্দী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান মোঃআব্দুল আওয়াল বিশ্বাস, ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেড যশোর ব্রাঞ্চ এর ম্যানেজার মোঃ আব্দুল

হক, ইস্টার্ন ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্ট এর এসোসিয়েট ম্যানেজার মোঃ রেজাউল ইসলাম এছাড়াও বিশিষ্ট ব্যাবসায়ী মোঃ আমিরুল ইসলাম, মোঃ সেলিম রেজা সহ আরো অনেকে।

অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ঠ জলাবদ্ধতায় নাকাল বামন্দীবাসি

গত কয়েকদিনের লাগাতার অতিবৃষ্টির ফলে সৃষ্ঠ জলাবদ্ধতা বামন্দী এলাকার অধিকাংশই তলিয়ে গেছে। বামন্দী বাজার, সিনেমাহল পাড়া, প্রাইমারী স্কুলপাড়ার জলাবদ্ধতা মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়েছে। গত ৩দিন ধরে জলাবদ্ধতা ভযাবহ রূপ ধারন করেছে।

এলাকার বাড়িগুলোর উঠানে পানি প্রবেশ করেছে। অনেকেরই ঘরের মধ্যেও এখন পানি। ফলে জলবদ্ধতায় নাকাল এখন বামন্দীবাসী।

এলাকাবাসীরা জানিয়েছেন, বামন্দীর রাস্তাগুলো উচু করা হলেও বাকি অংশটুকু নিচুই রয়ে গেছে। যার ফলশ্রুতিতে নিচু অংশটিতে অতিরিক্ত পানি জমে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এত বিশাল এলাকার পানি নিষ্কাষনের কোনো পথ নেই। এখানকার পানি সরতে দুই আড়াইমাস সময় লেগে যায়। ফলে অবর্ননীয় কষ্টে পড়েন বামন্দীবাসী।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাস্তার উচ্চতা বৃদ্ধি করায় অনেক ভবনের নীচতলা নিচু হয়ে যায়। প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে এখানকার জলাবদ্ধতা মানুষকে অবর্ণনীয় দূর্ভোগে ফেলে।

দ্রুত এবিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহন না করলে পানিবাহিত রোগজীবানুতে আক্রান্ত হয়ে পড়বেন এখানকার অভিবাসিরা।

এদিকে বর্ষা হলেই বামন্দী নিশিপুর স্কুল এন্ড কলেজে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা। যুগের পর যুগ পার হলেও হয় না কোন স্থায়ী সমাধান। আর বর্ষা মৌসুম এলেই জলাবদ্ধতা নিরসণের জন্য ব্যাপক অর্থ ব্যায় করতে হয় ড্রেনে । তবে স্থায়ী সমাধানের পথ কবে দেখবে এ নিয়ে প্রশ্ন স্থানীয়দের মাঝে।

এলাকাবাসী এ বিষয়ে মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধ জানিয়েছেন।

গাংনীর বামুন্দীতে অবৈধ হাসপাতাল সীলগালা

বামন্দীতে অবৈধভাবে পরিচালিত সেন্ট্রাল হসপিটাল নামের বেসরকারী চিকিৎসা কেন্দ্র সীলগালা করে দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তাসহ একটি টিম অভিযান চালায়। সেন্ট্রাল হসপিটালটির বৈধ নিবন্ধন না থাকায় তা সীলগালা করে দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য বিভাগ। এছাড়াও যাদের বৈধ নিবন্ধন রয়েছে তাদেরকে নিয়ম মেনে প্রতিষ্ঠান চালানোর নির্দেশ প্রদান করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা সুভ্রত রাণী জানান, কিছুদিন আগে এ প্রতিষ্ঠানটিতে এসে নিবন্ধন করণের জন্য নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ অদ্যবাদি নিবন্ধন না করায় নিয়মানুযায়ি সীলগালা করা হয়েছে। এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান এই স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা।

বামন্দীতে ব্যাংক এশিয়ার শীতবস্ত্র বিতরণ

গাংনীর বামন্দীতে দুঃস্থ ও শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যাংক এশিয়া লিঃ বামন্দী শাখার উদ্যোগে ব্যাংক কার্যালয়ে দেড়শ জন

দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে এ কম্বল বিতরণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম, সাবেক চেয়ারম্যান আঃ আওয়াল, প্রবীণ চিকিৎসক ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা নুরুল হুদা, বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক বাবু, শিক্ষক জান্নাত, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রবিউল হকসহ অন্যান্যরা।

মুক্তিযোদ্ধা নুরুল হুদা বলেন, ব্যাংক এশিয়ার পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র বিতরণকে সাধুবাদ জানাই, এই ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আরো বেশি মানুষকে সহযোগীতা করার চেষ্টা করবে তাহলে অত্র এলাকার অসহায় মানুষ বেশি উপকৃত হবে।

ব্যাংক এশিয়া বামন্দী শাখার শাখা ব্যবস্থাপক মোঃ জিয়াউর রহমান বলেন, এ এলাকার মানুষকে শুধু ব্যাংকিং সেবা নই, দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের কল্যাণে কাজ করে ব্যাংক এশিয়া। আপনাদের সহযোগীতা পেলে আরো বেশি বেশি সহযোগী করতে পারবে ব্যাংক এশিয়া লিঃ।

পুলিশের সহায়তায় বামন্দীতে সুদ ব্যবসায়ীর খপ্পর থেকে স্ট্যাম্প উদ্ধার

পুলিশের সহযোগীতায় মেহেরপুরের বামন্দীতে সুদ ব্যবসায়ীর খপ্পর থেকে স্বাক্ষর করা স্ট্যাম্প ফিরে পেয়েছে শফিরুল ইসলাম নামের এক নির্মাণ শ্রমিক। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকেলে বামন্দী বাজারে। এ সকল সুদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষন করছে এলাকার সাধারণ মানুষ।

গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের মন্ডল পাড়ার আঃ রহিমের ছেলে নির্মাণ শ্রমিক শফিরুল ইসলাম জানান, বিপদগ্রস্থ হয়ে দুই বছর আগে প্রতি মাসে লভ্যাংশ হিসেবে সাড়ে চার হাজার টাকার চুক্তিতে নিশিপুর গ্রামের মনার ছেলে বাবলুর কাছ থেকে ৩০ হাজার টাকা গ্রহণ

করি। টাকা গ্রহণের আগে একটি সাদা স্ট্যাম্পে কৌশলে স্বাক্ষর করে নেয় সুদ সুদ ব্যবসায়ী বাবলু।

সে অনুযায়ী প্রতি মাসে লাভের টাকা হিসেব করে ৯০ হাজার টাকা প্রদান করেন শফিরুল ইসলাম। সময়মত টাকা না দিতে পারায় প্রায় গালমন্দ সহ হুমকী ধামকী দিতে থাকে সুদ ব্যবসায়ী বাবলু।

বৃহস্পতিবার দুপুরে ২০ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে স্ট্যাম্প ফেরত দেওয়ার কথা বললে শফিরুল ইসলাম বাবলুকে ২০ হাজার টাকা দিয়ে দেয়। কিন্তুু টাকা পাওয়ার পর স্ট্যাম্প ফেরত না দিয়ে আরো ৫০ হাজার টাকা দাবী করে। নিরুপায় নির্মাণ শ্রমিক শরিফুল ইসলাম বাধ্য হয়ে স্থানীয় বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পে মৌখিক ভাবে জানালে, ক্যাম্পে কর্মরত এ এস আই হেলাল স্থানীয়দের সাথে নিয়ে সুদ ব্যবসায়ীর কবলে থাকা স্ট্যাম্পটি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

এএসআই হেলাল জানান, বৃহস্পতিবার বিকেলে চরগোয়াল গ্রামের শফিরুল ইসলাম নিশিপুর গ্রামের মনার ছেলে বাবলুর কাছে তার স্বাক্ষর করা স্ট্যাম্প ফিরিয়ে দিচ্ছে না বলে মৌখিক ভাবে বলেন, সে অনুযায়ী বাবলুর কাছে থাকা স্ট্যাম্পটি ভুক্তভোগী শফিরুলকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এসময় পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন শফিরুল ইসলাম।

বামন্দীতে বিট পুলিশের নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন বিরোধী সমাবেশ

বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি, নিরাপদ সমাজ গড়ি, মেহেরপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নারী ধর্ষণ ও নির্যাতন বিরোধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বেলা ১১ টার দিকে গাংনী উপজেলার বামন্দী পশ্চিম পাড়ায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অংশ নেয় বিভিন্ন বয়সী শিক্ষার্থীরা সহ

অভিভাবকরা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, গাংনী থানার এসআই মোস্তফা, বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই হেলাল, ইউপি সদস্য কামাল হোসেনসহ স্থানীয়রা।

বামন্দীতে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন

“বিট পুলিশিং বাড়ি বাড়ি নিরাপদ সমাজ গড়ি” এই স্লোগানকে সামনে রেখে জন -গনের দোর গোড়ায় পুলিশি সেবা পৌছে দিতে বামন্দীতে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গাংনী উপজেলার বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পে বিট পুলিশিং কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার (ওসি) তদন্ত সাজেদুল ইসলাম, বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এএসআই হেলাল উদ্দিন, বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, বামন্দী ইউপি সদস্য কামাল হোসেন সহ স্থানীয় গন্যমান্য ব্যাক্তি বর্গ। বিট পুলিশিং কার্যক্রম সম্পর্কে স্থানীয়দের মাঝে ব্যাপক আলোচনা করেন গাংনী থানার (ওসি) তদন্ত সাজেদুল ইসলাম।

বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস তার বক্তব্য বলেন, পুলিশের এমন উদ্যোগে সাধান মানুষ যেমন উপকৃত হবে, তেমনি সমাজে ঘটে যাওয়া ছোট খাট অপরাধ গুলো কমে যাবে।

প্রধান অতিথি হিসেবে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওবাইদুর রহমান বলেন, বিট পুলিশিং কার্যক্রমের ফলে এখন থেকে আর সাধারন মানুষকে কষ্ট করে থানায় যেতে হবে না। বিট পুলিশি দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মকর্তারা স্থানীয়দের নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে ছোট খাট বিষয় গুলো সমাধান করতে পারবেন।